‘অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান’ কর্মসূচী

Employment Generation Program for Hardcore Poor

বাস্তবায়ন নীতিমালা

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সেপ্টেম্বর ২০০৯

‘অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়ন নীতিমালা

সূচীপত্রঃ

অনুচ্ছেদ নম্বর ও বিষয়		পৃষ্ঠা নম্বর
1.0	পটভূমি	২
2.0	উদ্দেশ্য	২
3.0	কর্মসূচীর সময়	২
4.0	টার্গেট গ্রুপ	২
5.0	কর্মসূচী-এলাকা	৩
6.0	উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ	৩
7.0	কাজের ধরণ	৩
8.0	প্রকল্প বাছাই	৩
9.0	কারিগরি সহায়তা	৪
10.0	সুবিধাভোগী হওয়ার শর্ত ও যোগ্যতা	৪
11.0	কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	৪
১২.০	সুবিধাভোগীদের তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি	৫
১৩.০	হিসাব নিরীক্ষা	৫
১৪.০	ইউনিয়ন কমিটি	৬
১৪.১	কমিটির গঠন	৬
১৪.২	ইউনিয়ন কমিটির কার্যপরিধি	৬
১৫.০	উপজেলা কমিটি	৬
15.1	উপজেলা কমিটির গঠন	৬
15.2	উপজেলা কমিটির কার্যপরিধি	৭
16.0	জেলা কমিটি	৭
১৬.১	জেলা কমিটির গঠন	৭
১৬.২	জেলা কমিটির কার্যপরিধি	৮
১৭.০	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	৮
১৭.১	কমিটির গঠন	৮
১৭.২	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি	৮
১৮.০	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৯
১৯.০	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন	৯
২০.০	অর্থ উত্তোলন আদেশ প্রদান	৯
২১.০	মাটির কাজের পরিমান	১০
২২.০	অর্থ ছাড় ও মাস্টার রোল সমন্বয়	১০
২৩.০	আনুষাংগিক ব্যয়ঃ	১০
২৪.০	মাস্টাররোল ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ	১০
২৫.০	পরিবীক্ষণ ও পরিধারণ	১০
২৬.০	প্রকল্পের প্রতিবেদন	১১
২৭.০	অনুমোদিত প্রকল্প পরিবর্তন	১১
২৮.০	উদ্বৃত্ত অর্থ আদায়	১১
29.0	পরিপত্র পরিবর্তন	১১
	অনুলিপি প্রেরণ	১২
	কর্মী পরিচিতি/ নিবন্ধন কার্ড	১৩
	মাসিক প্রতিবেদন	১৪
	মাস্টার রোল ফরম	১৫
	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	১৬
	কর্মসূচীর প্রকল্প ছক	১৭
	মাপ বহি	১৮

১.০ **পটভূমি:**

১.১ বাংলাদেশে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নদীভাঙ্গন, চরাঞ্চল, উপকূলবর্তী ও মঙ্গাপীড়িত এলাকায় মৌসুমী দারিদ্রের সংখ্যা প্রচুর। এ সকল এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর পর্যন্ত ০৩ (তিন) মাস ও মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত ০২ (দুই) মাস সর্বমোট ০৫ (পাঁচ) মাস একেবারেই কর্মহীনভাবে অতিবাহিত করে। কর্মহীন থাকায় তাদের উপার্জনের সুযোগ হ্রাস পায় এবং এ সকল অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী নিদারুণ কষ্টে জীবন যাপন করে।

1.2 দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা (বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা) বেষ্টনীর মধ্যে আনার জন্য সরকারের চলমান উল্লেখযোগ্য কর্মসুচির মধ্যে রয়েছে ভিজিএফ, ভিজিডি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেষ্ট রিলিফ, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বজনিত ভাতা, চর জীবিকায়ন প্রকল্প ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও সুযোগ রয়েছে। অধিকন্তু সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে যথেষ্ট আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে।

1.3 এছাড়াও ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি ও মূল্যস্ফিতির কারণে পল্লী অঞ্চলের অতি দরিদ্র মৌসুমী বেকার শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দপূর্বক '১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচী' শীর্ষক একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচীতে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক নিবন্ধন করা হয়। কর্মসূচীর ১ম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত করা হয় এবং এতে প্রায় ৯২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। বাস্তবায়ন নীতিমালায় কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা ও প্রকল্প পরিমাপ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকায় এ কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের মঙ্গা পীড়িত জনগণ ও অতিদরিদ্র বেকার শ্রমিকগণ উপকৃত হলেও বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে কাঙ্খিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। ফলে এ কর্মসূচীর ২য় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন না করে কর্মসূচীটি সমাপ্ত করা হয় এবং নতুন করে ফলপ্রসু কর্মসৃজন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

1.4 সরকারের বর্তমানে চলমান কর্মসৃজনমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসুচী দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হলেও অতিদরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য ফলপ্রসু কোন কর্মসূচী এখনো গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণে দেশের অতিদরিদ্র প্রবণ ৮০টি উপজেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সারা দেশের দরিদ্রদের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে 'অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচী শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.০ **উদ্দেশ্যঃ**

২.১ পল্লী অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এবং প্রান্তীক চাষীসহ সক্ষম জনগোষ্ঠীকে কর্মহীন সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আনার লক্ষ্যে 'অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান' কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল-

ক) বাংলাদেশের অতিদরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি

খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং

গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন।

৩.০ **কর্মসূচির সময়ঃ**

কর্মসূচী বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৩ মাস এবং ২য় পর্যায় মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ২(দুই) মাস মোট ৫ মাস এবং স্থানীয় চাহিদা, এলাকা ভেদে কাজের ধরণ বিবেচনায় ৩০ (ত্রিশ) দিন আগে বা পরে (প্রতি মাসে ২০ কর্ম দিবস) এ কর্মসূচী চলবে। জেলা কমিটি প্রয়োজনবোধে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে কর্মসূচী শুরু এবং শেষ করার তারিখ পরিবর্তন করতে পারবে। যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ অবস্থায়/কারণে সরকার উপরোল্লিখিত ৫(পাঁচ) মাস ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ে এ কর্মসূচী চালু রাখতে পারবে।

৪.০ **টার্গেট গ্রুপঃ**

১) মূলতঃ মঙ্গাপীড়িত, নদীভাঙ্গন, চরাঞ্চল ও হাওড়-বাওড় এলাকার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সারা দেশের অতিদরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তীক চাষী, যারা বছরের উল্লিখিত ০৫ (পাঁচ) মাস কর্মহীন থাকে।

২) উপকারভোগী নির্ধারণের সময়ে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে চলমান সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী সমূহের সাথে এ কর্মসূচীর কাজ ও সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে যে কোন দ্বিত্ব পরিহার করতে হবে।

৫.০ **কর্মসূচি-এলাকাঃ**

দেশের নদী ভাঙ্গা, বন্যা, হাওর-বাওর ও উপকুলবর্তী চর এলাকাসহ (সম্ভাব্য মঙ্গা পীড়িত এলাকা) অতিদরিদ্র প্রবণ ৮০টি উপজেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের ৬৪টি জেলা এ কর্মসূচীর আওতাভূক্ত থাকবে।

৬.০ **উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণঃ**

১) ২০০৯ সালে প্রকাশিত দারিদ্রের মানচিত্র অনুযায়ী অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ১,১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১১ লক্ষ ২০ হাজার জন লোককে এ কর্মসূচীর আওতায় আনা যাবে। এ ক্ষেত্রে ৮০টি অতিদরিদ্র প্রবণ উপজেলায় (দারিদ্রসূচক ৪০% বা তদুর্দ্ধ) ৫ লক্ষ ৬০ হাজার উপকারভোগীকে, ২৫৩টি উপজেলায় (দারিদ্র সূচক ২১%-৩৯%) ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার উপকারভোগীকে এবং বাকী ১৪৭টি উপজেলায় (দারিদ্রসূচক ১%-২০%) ২ লক্ষ ২৪ হাজার উপকারভোগীকে কর্মসূচীর আওতায় আনয়ন করা সম্ভব হবে।

২) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত উপজেলাওয়ারী কার্ড উপজেলার দরিদ্র ঘন এলাকা ও কর্মহীনতার ব্যাপকতা চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করবেন।

৩) এছাড়া সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে উপজেলাভিত্তিক দারিদ্রের সংখ্যা বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো'র মাধ্যমে পুনঃ মুল্যায়ন করা হবে।

৭.০ **কাজের ধরণঃ**

এ কর্মসূচীতে কৃষি উৎপাদনে সহায়ক কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করে-

- খাল খনন/ পুনঃখনন
- বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ(পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শ আবশ্যিক)
- রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচনালা খনন/পুনঃখনন
- বিভিন্ন জনকল্যাণমুলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, ঈদগাহ, শ্মশান আঙ্গিনায় মাটি ভরাট
- ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে গাবাদিপশু রক্ষার্থে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের পাশে মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ
- সরকারী মজা পুকুর/ মৎস্য খামার খনন (সরকারী/সমবায় ভিত্তিক খামার)
- কম্পোজড় হিপ/ জৈব সার তৈরী করে আবাদি জমিতে প্রয়োগ
- হেলিপ্যাড/ বাজারের চত্তর/পশুর হাট চত্বর উঁচু করন
- বৃষ্টির পানি/খাবার পানি সংরক্ষণের জন্য রিজার্ভার নির্মাণ
- এছাড়াও মন্ত্রণালয় কিংবা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অন্য কোন সুপারিশ গৃহীত হলে সেটিও ভবিষ্যতে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

৮.০ **প্রকল্প বাছাইঃ**

১. ছোট প্রকল্পের পরিবর্তে দৃশ্যমান বড় প্রকল্প গ্রহন করতে হবে।

২. প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে নীতিমালায় বর্ণিত প্রকল্প ছক পূরনপূর্বক প্রকল্প অনুমোদন চূড়ান্ত করা।

৩. নীতিমালায় বর্ণিত উপজেলা কমিটি কর্তৃক যে কোন কর্মকর্তা বা গন্যমান্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে প্রকল্প গ্রহণ যথাযথ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা, প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিরীক্ষনের বিধানটি বাধ্যতামূলক করা।

৪. দৃশ্যমান ও পরিমাপ গ্রহণ করা যায় এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে হবে এবং সংশিস্লষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন ও Documentation করতে হবে।

৫. এলাকার জনসাধারণের সাথে আলোচনাক্রমে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প বাছাই এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৯.০ **কারিগরি সহায়তাঃ**

এ কর্মসুচির আওতায় বাস্তবায়িতব্য কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর বা সংস্থাসমূহ সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। কারিগরি সহায়তা বলতে চিহ্নিত কাজের প্রকল্প বা প্রাক্কলন তৈরী করা, নকশা বা ডিজাইন প্রস্ততত করা ও কাজ বাস্তবায়নের কারিগরি তত্বাবধানকে বুঝাবে। এরূপ কারিগরি সহায়তা প্রদান সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসের নিয়মিত কাজের অংশ বলে গণ্য করতে হবে।

১০.০ **সুবিধাভোগী হওয়ার শর্ত ও যোগ্যতাঃ**

ক) নদীভাঙ্গন, মঙ্গাপীড়িত, হাওড়-বাওড় ও চরাঞ্চলসহ দেশের পল্লী এলাকার প্রান্তিক চাষীসহ অতিদরিদ্র ও স্থায়ী কর্মক্ষম বাসিন্দা;

খ) কাজে আগ্রহী অথচ কর্মহীন এবং অদক্ষ এমন দরিদ্র ব্যক্তি। অদক্ষ বলতে এমন দিনমজুর বা ক্ষেতমজুরকে বোঝাবে যিনি রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রি, বিদ্যুৎমিস্ত্রি, গ্যাসমিস্ত্রি বা কারখানা শ্রমিক নন বা যার কর্মসংস্থানের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। কোন কৃষক বা সচ্ছল ব্যক্তির পরিবারের নিয়মিত বা প্রায় স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিও নিবন্ধনের আওতাভুক্ত হবেন না;

গ) জাতীয়ভাবে ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রই এদের পরিচয়পত্র বলে বিবেচিত হবে;

ঘ) ১৮ হতে ৬০ বছর বয়সী কর্মক্ষম ব্যক্তি;

ঙ) নারী/পুরুষ নির্বিশেষে পরিবারের ১ (এক) জন কাজ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে;

চ) ভূমিহীন (এক্ষেত্রে বসতবাড়ি ব্যতীত কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন), নিম্ন আয়ের জনগণ যাদের মৎস্য আবাদের জন্য পুকুর বা উল্লেখযোগ্য পশু

সম্পদ নেই এমন নারী অথবা পুরুষ;

ছ) এ কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে সরকারের চলমান সামাজিক নিরাপত্তামূলক অন্যান্য যে কোন একটি কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত থাকলে ঐ ব্যক্তি এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হতে পারবেন না;

জ) নিবন্ধণকৃত শ্রমিক অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের অন্য কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কাজ করতে দেয়ার সুযোগ কিংবা ড্রপ-আউট হলে/ মারা গেলে তার পরিবর্তে অন্য সদস্যকে (সুবিধাভোগী হওয়ার যোগ্যতা পুরণ স্বাপেক্ষে) নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

ঝ) মহিলা শ্রমিকের নিবন্ধনের সংখ্যা মোট নিবন্ধণকৃত শ্রমিক সংখ্যার কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ হতে হবে। তবে যে সকল উপজেলা/ইউনিয়নে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা শ্রমিক/উপকারভোগী পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিক নিবন্ধণ করা যাবে।

ঞ) মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মহিলাদের নিয়ে পৃথক দল গঠন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে।

১১.০ **কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ**

ক) কর্মসূচী শুরুর পুর্বে এবং চলমাণ অবস্থায় ইউনিয়ন /ওয়ার্ড পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা আবশ্যক, যাতে স্থানীয় দরিদ্র কর্মহীন অধিকবাসীরা এ কার্যক্রমের বিষয়ে আগাম অবহিত হতে পারে।

খ) সরকার এ সংক্রান্ত বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ রাখবে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসে সরাসরি জেলা প্রশাসক বরাবরে ছাড় করা হবে। প্রথম পর্যায়ের অর্থ সেপ্টেম্বর মাসে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থ ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট বরাদ্দের ৬০% ও ৪০% অর্থ জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে ছাড় করবেন।

গ) সরকারের একজন যুগ্ম-সচিব কর্মসূচী পরিচালকের দায়িত্বে থাকবেন।

ঘ) কর্মসূচী বাস্তবায়ন ইউনিয়ন ভিত্তিক- তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ, কাজের/প্রকল্পের তালিকা ও শ্রমিকের তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে এবং উপকারভোগী নির্বাচনে সংশিষ্ট উপজেলায় দারিদ্র নিরসন বিষয়ে কাজ করে এ ধরণের এনজিও'দের সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলায় অন্যান্য সরকারী দপ্তর/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য একজন তদারকি কর্মকর্তা নির্ধারণ করে দেবেন। তদারকি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে উপকারভোগীদের উপস্থিতিতে উন্মুক্ত ওয়ার্ড-সভা করে ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প তালিকা এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করবে।

চ) তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে তদারকি কর্মকর্তা তা সংশিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যানকে অবহিত করবেন। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উপজেলা কমিটি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

ছ) ইউনিয়ন ভিত্তিক কাজের তালিকা চূড়ান্ত করার এবং সংশ্লিষ্ট তদারকি কর্মকর্তা উন্মুক্ত সভার মাধ্যমে উপকারভোগীদের তালিকা ২৫ আগষ্ট ২০০৯ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।

জ) স্কুল-কলেজ ও অফিস প্রধান, ব্যাংক ম্যানেজার, কমিউনিটি প্রধান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট চিঠি প্রদান করে নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি দেয়া যেতে পারে। প্রকাশ্য স্থানে নিবন্ধন নোটিশ টাঙিয়ে দেয়া যেতে পারে।

ঝ) ঘোষিত দিনে ইউনিয়ন কমিটির সামনে উন্মুক্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিবন্ধন উপযুক্ততা নির্ধারণ ও তাৎক্ষণিকভাবে তা ঘোষণা করা হবে।

ঞ) ইউপি মেম্বার, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সাক্ষাৎকার কমিটি গঠিত হতে পারে।

ট) চিহ্নিত/বেকার নারী-পুরুষ এর নাম নিবন্ধনের সময় সংশিষ্ট এলাকার টার্গেট গ্রুপের সংখ্যার বিষয়টি (ঐ এলাকায় যে সংখ্যক লোক এ কর্মসূচীর আওতায় আনার জন্য নির্ধারিত হবে) বিবেচনায় রাখতে হবে।

ঠ) বাছাইকৃত প্রত্যেক বেকার পুরুষ/নারী ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে এসে নাম নিবন্ধন করবে

ড) পরিবার প্রতি একজন সক্ষম নারী/পুরুষ কাজ পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন।

ঢ) ইউপি মেম্বারগণ নিবন্ধন প্রস্তাব করবেন। ইউপি কমিটির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ইউপি চেয়ারম্যান নিবন্ধন অনুমোদন করার সুপারিশ করবেন।

ণ) ওয়ার্ড মেম্বারগণ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পরামর্শ ও প্রস্তাবক্রমে প্রকল্প প্রণয়ন করবেন এবং সংশিষ্ট কমিটির সুপারিশক্রমে উপজেলা কমিটি প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন নির্দেশনা প্রদান করবেন। একই এলাকায় একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।

ত) প্রয়োজনবোধে বৃহত্তর স্বার্থে কয়েকটি ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন সমন্বয়ে বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে। কোন কোন কাজ যেমন রাস্তার ঢাল, নির্মিত/সংস্কারকৃত বাঁধের ঢালে অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার প্রয়োজন হলে তা উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের সংশ্লিষ্ট খাত হতে ঐ ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটি প্রকল্প নির্বাচন এবং সংশিষ্ট ব্যয় নির্ধারণ করে অনুমোদন দিবে।

থ) পারিশ্রমিকের হার হবে দৈনিক ১০০ টাকা। দৈনিক কাজের সময় ৭(সাত) ঘন্টা। এ কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিকের যে মজুরী দেয়া হবে তা ভ্যাট ও আয়কর মুক্ত হবে।

দ) খুবই সহজ ও সাধারণভাবে প্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমাপ্তি প্রতিবেদন রেকর্ড করা হবে। প্রত্যেক কাজের জন্য পৃথক পৃথক প্রকল্প ছক প্রস্তুত করতে হবে।

ধ) নিবন্ধিত ব্যক্তিকে স্বীয় জেলার যে কোন এলাকায় কাজে নিয়োজিত করা যাবে।

ন) নিবন্ধিত হওয়ার পর সুবিধাভোগী ব্যক্তি যাতে ভিজিএফ, ভিজিডি ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তামূলক অন্য কোন কর্মসূচীর সুবিধা না পায়- জেলা প্রশাসকগণ তা নিশ্চিত করবেন।

প) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাংগন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বৃহত্তর কোন প্রকল্প (খাল খনন/পুনঃ খনন, রাস্তা/বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ ইত্যাদি) গ্রহণ করার প্রয়োজনে একাধিক উপজেলা নিয়ে কোন প্রকল্পে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের হবে- এ ধরণের প্রকল্প গ্রহনে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত নেবেন।

ফ) এ নীতিমালায় বর্ণিত বিষয়ে যেকোন অস্পষ্টতা দূরীকরণ, ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা অন্য যেকোন বিষয় যা এ নীতিমালায় উল্লেখ নেই- সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/আদেশ দেয়া যাবে।

১২.০ সুবিধাভোগীদের তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত উপকারভোগীদের তালিকা (নাম, নমুনা স্বাক্ষর ইত্যাদি) এবং প্রয়োজনীয় তথ্য রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন।

১৩.০ হিসাব নিরীক্ষাঃ

সরকার হিসাব মহা-নিরীক্ষকের সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে এ কর্মসূচীর হিসাব ও নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.০ ইউনিয়ন কমিটিঃ

১৪.১ কমিটির গঠনঃ

১।	চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ	- সভাপতি
২।	ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল সদস্য/সদস্যা	- সদস্য
৩।	উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (ব্লক সুপারভাইজার)	- সদস্য
৪।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধি	- সদস্য
৫।	বিআরডিবি মাঠ সহকারী	- সদস্য
৬।	(ক) ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ড হতে ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনিত)	- সদস্য
	(খ) ইউনিয়নের ১ জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনিত)	- সদস্য
৭।	ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	- সদস্য সচিব

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে এ কমিটিতে উপযুক্ত অন্য কাউকে কো-অপ্ট করা যাবে।

১৪.২ ইউনিয়ন কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক) সুবিধাভোগী হওয়ার শর্ত পূরণের এলাকা চিহ্নিতকরণ

খ) মেম্বার কর্তৃক প্রকল্পের সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ

গ) অনুমোদিত সুবিধাভোগীদের তালিকা সংরক্ষণ

ঘ) মাস্টার রোল তৈরীকরণ

ঙ) ওয়ার্ড মেম্বার কর্তৃক সুবিধাভোগীদের নিয়ে কাজের গ্রুপ গঠন, কাজের ম্যাপিং তৈরী এবং প্রয়োজনীয় কার্ড ইস্যুকরণ

চ) ওয়ার্ড মেম্বার কর্তৃক কমিউনিটির সাথে পরামর্শক্রমে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রকল্প চিহ্নিত করে চূড়ান্তভাবে তালিকা প্রণয়নপূর্বক তা অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ

ছ) উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত সরকারি তফসিলভুক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে উপকারভোগীদের পারিশ্রমিক/ ভাতা প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং

জ) উপজেলা/জেলা কমিটি কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১৫.০ **উপজেলা কমিটিঃ**

১৫.১ **উপজেলা কমিটির গঠনঃ**

১।	উপজেলার সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য	- প্রধান উপদেষ্টা
২।	উপজেলা চেয়ারম্যান	- উপদেষ্টা
৩।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	- সভাপতি
৪।	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ২ জন	- সদস্য
৫।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	- সদস্য
৬।	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
৭।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
৮।	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
৯।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	- সদস্য
১০।	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	- সদস্য
১১।	উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা	- সদস্য
১২।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- সদস্য
১৩।	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	- সদস্য
১৪।	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	- সদস্য
১৫।	উপজেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা	- সদস্য
১৬।	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	- সদস্য
১৭।	উপজেলার বিশিষ্ট ব্যক্তি - ২ জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৮।	১ জন শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ১ জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৯।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	- সদস্য সচিব

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে এ কমিটিতে উপযুক্ত অন্য কাউকে কো-অপ্ট করা যাবে।

১৫.২ **উপজেলা কমিটির কার্যপরিধিঃ**

ক) ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রণীত তালিকা যাচাই/বাছাইপূর্বক তা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন;

খ) সার্বিকভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

গ) গৃহীত প্রকল্পসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া;

ঘ) প্রত্যেক প্রকল্পের অনুকুলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবের যৌথ নামে সরকারী তফসিলভূক্ত ব্যাংকে একটি যৌথ হিসাব খুলতে হবে। ব্যাংক এর যৌথ হিসাব থেকে সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসারের সুপারিশ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যায়ন পত্র স্বাপেক্ষে অনাধিক ৫(পাঁচ) দিনের অগ্রিম অর্থ উত্তোলন নিশ্চিত করা।

ঙ) অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকুলে ৪(চার)টি কিস্তিতে অর্থ ছাড় করার নিমিত্ব প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবরে সুপারিশ করবেন। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রকল্প কমিটির (PIC)-র চেয়ারম্যান এর অনুকুলে ক্রস চেক ইস্যু করবেন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার নিশ্চিত করবেন।

চ) প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অফিসকে কাজের প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ জানানো;

ছ) নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় এ কর্মসূচীর বিষয়টি আলোচ্য সভায় অন্তর্ভুক্তি ও মনিটরিং;

জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য উক্ত কমিটি দায়ী থাকবে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকালে কারিগরী দিক পর্যালোচনা করবে এবং অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

ঝ) সরকারী কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করবে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঞ) কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তত করে তা জেলা প্রশাসক এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সংশিষ্ট সেল এ প্রেরণ করবে ;

ট) জেলা কমিটি কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কাজ ; এবং

ঠ) এ কমিটি প্রয়োজন মনে করলে উপজেলার অন্য কাউকে সদস্য হিসেবে এ কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১৬.০ **জেলা কমিটিঃ**

১৬.১ **জেলা কমিটির গঠনঃ**

১।	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য	- উপদেষ্টা
২।	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
৩।	সিভিল সার্জন	- সদস্য
৪।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য
৫।	জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
৬।	জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	- সদস্য
৭।	জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
৮।	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
৯।	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	- সদস্য
১০।	জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	- সদস্য
১১।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- সদস্য
১২।	উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	- সদস্য
১৩।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	- সদস্য
১৪।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	- সদস্য
১৫।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
১৬।	কর্মসূচীর সাথে সহযোগী স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠনের প্রতিনিধি - ৩ জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৭।	জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তি - ২ জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৮।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	- সদস্য সচিব

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা কমিটিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে এ কমিটিতে উপযুক্ত অন্য কাউকে কো-অপ্ট করা যাবে।

১৬.২ **জেলা কমিটির কার্যপরিধিঃ**

ক) জেলা কমিটি একটি স্থায়ী মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন করবে

খ) প্রতি বছর কর্মসূচী শুরু হওয়ার পর প্রতিমাসে এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণপূর্বক তা মূল্যায়ন করে উপজেলা কমিটিকে বাস্তবায়নের সুপারিশ করবে

গ) জেলা কমিটি জেলার কর্মসূচীর অধীনে গৃহীত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করবেন।

ঘ) জেলা কমিটি উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং শ্রমিকদিগকে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে কিনা তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

ঙ) উপরন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে আসলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জেলা কমিটি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন। এ কর্মসূচীর আওতায় মঞ্জুরীকৃত অর্থের আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করার জন্য কমিটি সতর্ক থাকবেন এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের উপর যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অভিযোগসমূহের তদন্ত এবং বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

চ) কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কোন বিশেষ এলাকাকে চিহ্নিত করে তা এ কর্মসূচীর আওতায় আনার প্রসতব করতে পারবে।

ছ) কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিমাসে গৃহীত কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সুপারিশসহ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

জ) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কাজ এবং

ঝ) এ কমিটি প্রয়োজন মনে করলে জেলার অন্য কাউকে সদস্য হিসেবে এ কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১৭.০ **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিঃ**

১৭.১ **কমিটির গঠনঃ**

ক)	সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
খ)	অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
গ)	যুগ্ম-সচিব (দুব্য), খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঘ)	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
ঙ)	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
চ)	প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
ছ)	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
জ)	প্রতিনিধি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঝ)	প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঞ)	প্রতিনিধি, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ট)	প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঠ)	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	সদস্য
ড)	মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	সদস্য

চ)	যুগ্ম-সচিব/কর্মসূচী পরিচালক (Program Director)	সদস্য সচিব

(সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হতে হবে)

* কমিটি প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট কোন অধিদপ্তর বা সংস্থার প্রতিনিধিকে এ কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১৭.২ **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধিঃ**

ক) মঙ্গা (প্রায় দুর্ভিক্ষ), নদী ভাঙ্গন, হাওড় ও চর এলাকাসহ সারা দেশের সুবিধাভোগীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংক্রান্ত ছক প্রণয়ন;

খ) দারিদ্র মানচিত্র (Poverty Map), Labour Force Survey 2005-06, Household Income Expenditure Survey (HIES) ২০০৫, পরিসংখ্যান ব্যুরো'র রিপোর্ট অনুসারে কর্মসূচীর অগ্রাধিকার এলাকা ও অগ্রাধিকার মাত্রা অনুমোদন;

গ) সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সরকারের অপরাপর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় বের করা (যেমন- কাবিখা/টিআর, ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি);

ঘ) কর্মসূচীর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাজেট মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রস্তাব প্রণয়ন;

ঙ) সমগ্র কাজটির একটি মূল্যায়ন টিম গঠন এবং প্রতি বছর মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন;

চ) কর্মসূচীর প্রথম পর্যায় (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) শেষ হওয়ার পর তা নিবীড়ভাবে শতভাগ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে সেই মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশে পরবর্তী কর্মসূচী বাস্তবায়ন;

ছ) কর্মসূচি শুরু হওয়ার ঠিক ৬(ছয়) মাস পর এর কার্যক্রম কোন একটি পেশাদার প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে পরিবীক্ষণ করে উক্ত মূল্যায়নের উপর কর্মসূচীটির বাস্তবায়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

জ) কর্মসূচী চলাকালীন ন্যূনতম প্রতিমাসে একবার সভা আহবান;

ঝ) সম্পদের অপচয় ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা প্রতিরোধে সর্বাত্বক তত্বাবধান ও পরিবীক্ষন নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। জবাবদিহিতার নির্দিষ্ট কাঠামো দাঁড় করাতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন।

১৮.০ **বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ**

১) সাধারণতঃ এ কর্মসূচীর জন্য মন্ত্রণালয় হতে ১ম পর্যায়ে (সেপ্টেম্বর- নভেম্বর) অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে এবং ২য় পর্যায়ে (মার্চ-এপ্রিল) বরাদ্দ পাওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্নণ হবে। ১ম পর্যায়ে প্রতি মাসে ২০ কর্মদিবস হিসেবে ৬০ কর্মদিবস এবং ২য় পর্যায়ে ২০ কর্মদিবস হিসেবে ৪০ কর্মদিবস মোট ১০০ কর্মদিবস হবে। তবে কর্মদিবসের সংখ্যা স্থান/এলাকা ভেদে প্রকল্পের ধরন ও মাপ অনুযায়ী কম হতে পারে।

২) অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর উপজেলা ভিত্তিক উপকারভোগীদের সংখ্যা, কর্মসূচীর সময়কাল এর ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি জেলা প্রশাসক বরাবরে অর্থ ছাড় করা হবে।

৩) দৃশ্যমান প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং Documentation করতে হবে।

৪) জেলা প্রশাসক জেলায় বরাদ্দ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে উপজেলাসমুহে গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে উপ-বরাদ্দ প্রদান করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপ-বরাদ্দ প্রাপ্তির পর অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে আরম্ভ হওয়া প্রকল্প অনুযায়ী উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস হতে বরাদ্দকৃত অর্থের অগ্রিম উত্তোলনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রকল্প বাসস্ববায়ন কর্মকর্তা যৌথ নামে সরকারী তফসিলভুক্ত ব্যাংকে একটি হিসাব খুলবেন এবং নীতিমলার ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অর্থ ছাড় করবেন।

৫) উপজেলা কমিটি 'অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান' কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহ চূড়ান্ত করার পূর্বে সভার তারিখ নির্ধারণ করবেন। উক্ত সভায় উপস্থিত উপজেলা কমিটির অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতি ও মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তভবে প্রকল্প বাছাই করতে হবে।

৬) বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে আর্থিক বিধি-বিধান পালনে সতর্কতা অবলোকন করতে হবে।

১৯.০ **প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনঃ**

প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য ৫-৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক গঠিত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছাড়াও কমিটির সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একজন সদস্য সচিব নির্বাচন করতে হবে। গঠিত কমিটি নির্ধারিত ছকে সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে। স্থানীয় ওয়ার্ড সদস্য ছাড়াও একজন স্কুল শিক্ষক ও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি কমিটির সদস্য থাকবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির সদস্য/ সদস্যা হতে হবে। তবে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য অনুপস্থিত থাকলে সংশিস্নষ্ট কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্য কোন মেম্বার কিংবা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

২০.০ **অর্থ উত্তোলন আদেশ প্রদানঃ**

অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান অর্থ অধিযাচন ফরম এর মাধ্যমে নগদ অর্থের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা চাহিদা মোতাবেক যথার্থতা যাচাই পূর্বক নগদ অর্থ প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর নিকট প্রস্তাব পেশ

করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান এর অনুকূলে ক্রস চেক ইস্যু করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা প্রকল্প সমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকী, প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

২১.০ **মাটির কাজের পরিমানঃ**

কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত মাটির কাজ প্রকল্পের দৈনিক মাথাপিছু কাজের পরিমান নিম্নরূপভাবে হবেঃ

প্রকল্পের বিবরণ	দৈনিক কাজের পরিমান
(ক) বাঁধ ও রাস্তা মেরামত এবং সংরক্ষণ	৪৫ ঘনফুট বা ১.৫ ঘনমিটার
(খ) নালা, নর্দমা খনন ও পূনঃ খনন	৪৫ ঘনফুট বা ১.৫ ঘনমিটার

২২.০ **অর্থ ছাড় ও মাস্টার রোল সমন্বয়ঃ**

১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানদের বরাবরে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) দিনের শ্রমিক মজুরী বাবদ অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাবে।

২. শ্রমিক মজুরী বাবদ সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) দিনের মজুরী এক সাথে পরিশোধ করা যাবে। তবে প্রতিদিন শ্রমিক হাজিরার মাষ্টার রোল সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. প্রকল্প চেয়ারম্যান কর্তৃক অগ্রিম গৃহীত অর্থের মাস্টার রোল দাখিল ও সমন্বয় সাপেক্ষে পরবর্তী অগ্রিম প্রদান করতে হবে।

৪. কোন প্রকল্পের অর্থ অপচয় বা তছরূপ করার অভিযোগ প্রমানিত হলে তা আদায়ের জন্য পিডিআর এ্যাক্ট ১৯১৩ -এর বিধান অনুসারে আদায় এবং প্রয়োজনে ফৌজদারী মামলা রুজু করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

২৩.০ **আনুষাংগিক ব্যয়ঃ**

(ক) প্রকল্পের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হবে। জেলা প্রশাসক ঐ বরাদ্দ থেকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার অনুকূলে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রশাসনিক ব্যয়ের অর্থ ছাড়/বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউনিয়ন পর্যায়ে এ বাবদ ব্যয়ের অর্থ ছাড়/বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউনিয়ন পর্যায়ে এ বাবদ ব্যয়ের অর্থ প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান বরাবরে ছাড়/বরাদ্দ প্রদান করবেন।

(খ) প্রশাসনিক খরচের অর্থ দ্বারা প্রকল্প কমিটির যাবতীয় আনুষংগিক খরচ, তদারকি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত/জ্বালানী খরচ ও অন্যান্য লজিষ্টিক বাবদ ব্যয় করা যাবে।

২৪.০ **মাস্টাররোল ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণঃ**

এ কর্মসূচীর অধীনে প্রাপ্ত টাকার হিসাব রাখার জন্য মাস্টার রোল এবং প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরীর প্রাপ্তি স্বীকার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিক নিয়োগ, কাজের তদারকি, অর্থ বিতরণ এবং মাস্টার রোল সংরক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রকল্প সমাপ্তির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনসহ বাস্তবায়িত কাজের মাস্টার রোল/বিল ভাউচার ভবিষ্যত নিরীক্ষার জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন।

২৫.০ **পরিবীক্ষণ ও পরিধারণঃ**

১) এ কর্মসূচীর প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করার অব্যবহিত পুর্বে প্রাক জরিপ (প্রি-ওয়ার্ক) মাপ অবশ্যই গ্রহণ (যদি ইতিপুর্বে গ্রহণ না করা হইয়া থাকে) করতে হবে এবং যথাযথভাবে লেভেল বহি/মাপ বহিতে উহা লিপিবদ্ধ করতে হবে। লেভেল বহি/মাপ বহিতে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পিআইও উহা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সমীপে পেশ করবেন।

২) যে সকল উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার পদটি শূন্য রয়েছে সেক্ষেত্রে উপজেলা কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা প্রকৌশলী/ শিক্ষা প্রকৌশল/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী দ্বারা প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ করতে হবে।

৩) প্রতিটি প্রকল্পের জন্য আলাদা লেভেল বহি/মাপ বহিতে প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক মাপ লিপিবদ্ধ করতে হবে। কাজ চলাকালীন সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি তাদের মাপ বহিতে মাপ লিপিবদ্ধ করবে এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উহা যাচাই করবেন। প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পুর্বেই পর্যাপ্ত লেভেল/মাপ বহি উপজেলা হতে ইউনিয়নসমূহে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে।

৪) কাজ সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই কর্মোত্তর মাপ গ্রহণ করতে হবে এবং ঐ প্রকল্পের নির্দিষ্ট মাপ/লেভেলবহিতে উহা লিপিবদ্ধ করতে হবে। উহাতে অবশ্যই পিআইও এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

২৬.০ **প্রকল্পের প্রতিবেদনঃ**

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জেলাধীন সকল উপজেলা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির মাসিক/সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। এ ছাড়া জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা তাঁর জেলাধীন কর্মসূচী তত্বাবধান করবেন এবং প্রকল্পসমূহের চূড়ান্ত প্রতিবেদন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সেলে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবেন।

২৭.০ **অনুমোদিত প্রকল্প পরিবর্তনঃ**

কোন কারণে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে তা বাতিল করে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব প্রয়োজন হলে ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তাব আকারে উপজেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন।

২৮.০ **উদ্বৃত্ত অর্থ আদায়ঃ**

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বরাবরে বরাদ্দ আদেশ প্রদানের সুপারিশ এমনভাবে করবেন যাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে উত্তোলিত অর্থ উদ্বৃত্ত না থাকে। ইহার পরেও কোন কারণে অর্থ অব্যয়িত থাকলে, প্রকল্প সমাপ্তির ৭ কর্মদিবসের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সরকারী কোষাগারে নির্ধারিত খাতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করে উহার চালানের কপি রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। কাজ সমাপ্তির নির্দিষ্ট সময়সীমার ৪৫ দিনের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হলে পিডিআর এ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়ের করে সরকারী পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

30.0 **পরিপত্র পরিবর্তনঃ**

সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে পারবে।

(মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ)
যুগ্ম-সচিব (দুব্যঃ)
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

নং- খাদুব্যম/ত্রাক-২/৫(২)/২০০৯/১৬২

তারিখঃ ০২ আশ্বিন, ১৪১৬ / ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

(জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নহে)

১। মন্ত্রীপরিষদ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬। সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ঢাকা।

৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল/সিলেট বিভাগ।

৮। চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি।

৯। যুগ্ম-সচিব (দুব্য), খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১০। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

১১। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

১২। প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৩। জেলা প্রশাসক, ...

১৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ...

১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ....

১৬। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ....

১৭। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ....

১৮। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ....

১৯। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান .... (সকল)।

(মোঃ মুনীর চৌধুরী)
উপ-সচিব
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

'অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান' কর্মসূচী

কর্মী পরিচিতি / নিবন্ধন কার্ড

- ☐ নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ ঃ
- ☐ নাম ঃ
- ☐ পিতা ঃ
- ☐ মাতা ঃ
- ☐ বয়স ঃ
- ☐ ঠিকানা ঃ
- ☐ বিবাহিত / অবিবাহিত ☐ পুরুষ/মহিলা ঃ ধর্মঃ
- ☐ জাতীয় পরিচয় পত্র/ভোটার আইডি নম্বর ঃ
- ☐ কর্মক্ষম কি-না সে সম্পর্কিত মমন্তব্য ঃ
- ☐ নিবন্ধন তারিখে স্থাবর সম্পদের বিবরণ ঃ
- ☐ কোন প্রশিক্ষণ আছে কিনা ঃ
- ☐ কোন ভাতা বা কর্মসূচীর সুবিধাভোগী কিনা ঃ
- ☐ কাজ প্রদানের তারিখ ঃ
- ☐ প্রদত্ত পারিশ্রমিকের পরিমান ঃ
- ☐ নিবন্ধনকৃত ব্যক্তির নমুনা স্বাক্ষর ঃ
- ☐ ওয়ার্ড মেম্বার-এর স্বাক্ষর ঃ

‘অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান’ কর্মসূচী প্রকল্পের অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন

জেলাঃ উপজেলাঃ

ওয়ার্ড নংঃ মাসের নামঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান	উত্তোলিত টাকার পরিমান	বিলিকৃত টাকার পরিমান	মাটির কাজ		অন্যান্য কার্যাবলী পরিমানের একক/ মাথাপিছু কাজের সময় (ঘন্টায়)	শ্রম দিবস	বাস্তব কাজের অগ্রগতির হার (%)
					ঘনফুট	দিবস			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

স্বাক্ষরঃ

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

সমন্বিত মাস্টার রোল ফরম

(অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর জন্য)

প্রকল্প নং- আর্থিক বছরঃ উপজেলাঃ জেলাঃ

প্রকল্পের নামঃ ইউনিয়ন পরিষদঃ

ক্রঃ নং	শ্রমিকদের নাম, পিতার নাম, দলপতির নাম নাম ও ঠিকানা	হাজিরা তারিখ	মোট দিন	কাজের পরিমান	টাকা প্রদানের হার	পাওনা টাকার পরিমান	পরিশোধিত টাকার পরিমান	প্রাপকের স্বাক্ষর	সনাক্ত-কারীর স্বাক্ষর	বিতরণ-কারীর স্বাক্ষর	স্বাক্ষর/ টিপসহি

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, কাজ সন্তষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে

স্বাক্ষর

....
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, কাজ সন্তষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রাপকের পাওনা টাকার পরিমান অনুযায়ী ঠিকভাবে দেয়া হয়েছে।

১। .... ৩। .... সদস্য

স্বাক্ষরঃ চেয়ারম্যান, প্রকল্প কমিটি ৪। .... সদস্য

২। .... সদস্য ৫। .... সদস্য

স্বাক্ষর

....
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

স্বাক্ষরঃ সেক্রেটারী, প্রকল্প কমিটি

অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

প্রকল্প নং .... আর্থিক বৎসরঃ ....

প্রকল্পের নামঃ ....

ওয়ার্ড নংঃ .... বরাদ্দঃ .... টাকা।

কমিটির বিবরণ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা	পরিচয়	কমিটির পদবী	স্বাক্ষর

স্বাক্ষর
প্রকল্প চেয়ারম্যান

অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী প্রকল্প ছক

১। জেলাঃ উপজেলাঃ ইউনিয়নঃ

২। প্রকল্পের নামঃ

৩। প্রত্যাশিত টাকার পরিমানঃ টাকা।

৪। প্রকল্পের বিবরণঃ (শুধুমাত্র অপরিহার্য মাটির কাজের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিষ্ঠানের ভিটিতে মাটি ভরাট ইত্যাদি)

(K) মাটির পরিমান .... ঘনফুট।

(L) শ্রম দিবস .... দিন।

(M) মজুরী হার .... টাকা।

(বিশেষ ক্ষেত্রে অপরিহার্য সামগ্রী ক্রয়ের বিবরণ)

(ক) .... টাকা।

(খ) .... টাকা।

(গ) .... টাকা।

মোট ব্যয় টাকা।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা দিন

স্বাক্ষর ও সীল ....

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
তারিখঃ

স্বাক্ষর ও সীল ....

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তারিখঃ

মাপ বহি
(অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য)

প্রকল্প নং-   আর্থিক বৎসরঃ   ইউনিয়নঃ   উপজেলাঃ
জেলাঃ

প্রকল্পের নামঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতিঃ

কাজ সম্পাদনের তারিখঃ আরম্ভ .... সমাপ্ত .... মাপ গ্রহণের তারিখঃ.........................

ক্রমিক নং	দলপতির নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	কাজের বিবরণ	খাদ নং	কাজের পরিমান			পরিমান ঘনমিটার/ বর্গমিটার	মন্তব্য
				দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা		

উপস্থিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর:

নাম   স্বাক্ষর
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

স্বাক্ষর................................
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

প্রতি স্বাক্ষর...............................
উপজেলা নির্বাহী অফিসার